সংবাদ

তারিখ ...... ৪ APR ২০০৯
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

প্রধানমন্ত্রীর সরে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, কঠোর হাতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনও করতে হবে

ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর এ সিদ্ধান্তটিকে সুবিবেচনাপ্রসূত ও শুভ বোধের পরিচায়ক। কিন্তু তিনি ছাড়লেও কম্বল তাকে ছাড়বে কি না সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। আপাতত তার এই ছাড়াটাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে দলের প্রধানকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদে থাকার যে বিধানটি ছিল এতদিন ধরে, সেটাও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার বলেই আমরা মনে করি। আওয়ামী লীগ প্রধান হলে তাকে সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রধান হয়ে থাকতে হবে কেন– এটা আমাদের প্রশ্ন। আমরা এ বিধানটিকে একটি প্রধান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের জন্য অগ্রহণযোগ্য ও অগণতান্ত্রিক বিধান বলে মনে করি। এখন যদি সুবিবেচনা জাগ্রত হয় তাহলে সেটা ভাল কথা। এটা আরও অনেক আগে ঘটলেই ভাল হতো। কিন্তু দেরিতে ঘটালেও ভাল হয়েছে একেবারে না ঘটার চেয়ে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ 'আনচেইনড শির্স্পাঞ্জির' মতো যেভাবে পাগলা হয়ে উঠেছে, যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ দেশের সব কয়টি বিশিষ্ট শিক্ষায়তনে নিজেদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে চড়াও হতে শুরু করল তা ছিল এক কথায় অবিশ্বাস্য। মনে হয়েছিল খোদ প্রধানমন্ত্রী, যিনি নিজে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রধানও, তিনিও বার বার হুশিয়ারি দিয়ে ছাত্রলীগকে দমন করতে ব্যর্থ হলেন। আমাদের কাছে এ ব্যর্থতাকেও অনেকটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে। কারণ শুধু সাংগঠনিক প্রধান হয়ে ব্যর্থ হলে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়তো যায়। কিন্তু একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হয়েও শেখ হাসিনা কেন সরকারের প্রধান এক্সিকিউটিভের ক্ষমতাটি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারলেন না? এ প্রশ্নটির উত্তর আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে কি আমরা ধরে নেব, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ছাত্রলীগের প্রতি তার হুশিয়ারি ছিল নেহাৎই কথার কথা কিংবা লোক দেখানো? যদি তা না হয় তাহলে তার নির্দেশ না মানার বুকের পাটা ছাত্রলীগ কোথা থেকে অর্জন করল সেটা আমরা খুঁজে বের করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করব। যদি সেটা খুঁজে বের করতে না পারা যায় তাহলে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রধানের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেও কি তেমন একটা কাজ হবে বলে মনে হয়? আমরা মনে করি হবে না। এমনকি আমরা এও মনে করি, এতদিন ধরেই যখন তিনি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী ছিলেন তখন ছাত্রলীগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও থিতু করেই তার এ পদটিকে ছাড়া উচিত ছিল। আমরা মনে করি যেহেতু ছাত্রলীগের বর্তমান ভূমিকা কোন সাংগঠনিক অথবা আদর্শজাত কর্মকাণ্ড নয়, সেহেতু ছাত্রলীগকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য যা কিছু করা দরকার তার সব কিছু শেখ হাসিনা প্রয়োগ করেছেন কি না সেই প্রশ্নটিও উঠে আসছে।

এখন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর দায়িত্ব ছেড়ে দিন আর যাই করুন তার আসল কাজটা করতে হবে ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, হল দখলকারী এবং সন্ত্রাসী অংশটিকে কঠোরভাবে দমন করা। ছাত্রলীগের সাধারণ, নিরীহ ও দেশপ্রেমিক সদস্যদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। থাকার কথাও নয়। বরং মুক্তিযুদ্ধসহ অনেক জাতীয় সুকৃর্তির সাক্ষী এ ছাত্রলীগকে কিছু সন্ত্রাসী একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে সেটাও তো মেনে নেয়া যায় না। বিপুল ভোটের মাধ্যমে জিতিয়ে দিয়ে দেশের মানুষ যে প্রত্যাশার মেসেজটি শেখ হাসিনাকে দিয়েছে তার বাস্তবায়নের পথটিকেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কার্যক্রম ধ্বংস করে দিচ্ছে তাকেও মেনে নেয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে গিয়ে খুবই ভাল কাজ করেছেন। এখন যে কারণটির জন্য তিনি সরে গেলেন সেই কারণটির উচ্ছেদ করাটাও জরুরি। ছাত্রলীগ বা ছাত্রদল অথবা অন্য কোন ছাত্র সংগঠন বিষবৃক্ষ হয়ে উঠুক আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সেটা কোনমতেই কাম্য হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী যত দ্রুত ছাত্রলীগের মধ্যকার সন্ত্রাসী বিষবৃক্ষটির মূলোৎপাটন করবেন ততই ছাত্রসমাজ, শিক্ষাঙ্গন ও দেশ-জাতির জন্য কল্যাণকর হবে বলে আমরা মনে করি।